R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই মাঘ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ২৯শে জানুয়ারী, ২০০৩ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

অসুস্থ হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়লেও পার্টি ছাড়িনি, মানুষকেও ছাড়িনি—জ্যোতি বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'শরীর অসুস্থ হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়লেও পার্টি ছাড়িনি, মানুষকেও ছাড়িনি। তাই আজকের এই মহতী জনসভায় আসতে পেরে আমার শরীর ভালই লাগছে'—কথাগুলি বলেন বর্ষীয়ান সর্বভারতীয় কম্যুনিষ্ট নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গত ২৩ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার ৩২ তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে। প্রায় সত্তর হাজার মানুষের জনসভায় জ্যোতিবাবু অনেক বেশী আবেগতাড়িত হয়ে মাত্র পনের মিনিটের ভাষণে বলেন, 'মানুষ বর্তমানে সাঠক পথ বেছে নিয়েছে, শত্রু-মিত্র চিনেছে। আমেরিকার পদানত হয়ে বর্তমানে কেন্দ্রে বর্বর অসভ্য বিজেপির সরকার চলছে। তাদের ভুল নীতির জন্য কৃষকদের উপর চরম আঘাত এসেছে, শিল্প-কৃষি (শেষ পৃষ্ঠায়)

কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলন একদিন আগেই শেষ হয়ে গেল

বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে পঃ বঃ প্রাদেশিক কৃষক সভার ৩২ তম রাজ্য সম্মেলন হবার কথা ছিল চার দিন। কিন্তু এস-ইউ-সির বন্ধের জন্য এক দিন আগেই সম্মেলন শেষ হয়। ২৩ জানুয়ারী জ্যোতি বসুর প্রকাশ্য জনসমাবেশ দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। শরীর খারাপ থাকার জন্যে তিনিই প্রথমে সংক্ষেপে ভাষণ দেন। রাজ্যের কৃষি সমস্যা নিয়ে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। ২৩ জানুয়ারী অনুষ্ঠানের সূচনা হওয়ায় নেতাজী প্রসঙ্গে দু' চার কথা জ্যোতিবাবু বলবেন বলে অনেক দর্শক আশা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলেন নি। কৃষক সভার রাজ্য সভাপতি বিনয় কোঙার বলেন কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বায়ণ, উদারীকরণ প্রভৃতি আমেরিকার কুপ্রভাবে কৃষক তার ফসলের দাম পাচ্ছেন না, কষিতে ভর্তুকি কমানো হচ্ছে। রাজ্যের কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে হবে। জেলা নেতা মধুবাগ, কে, ভরদারাজন প্রমুখ ভাষণ দেন। জ্যোতি বসুর ভাষণের পরই সভা থেকে লোক চলে যেতে শুরু করেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী জঙ্গিপুর হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পর্যবেক্ষণ করে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র রঘুনাথগঞ্জে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে এসে গত ২৪ জানুয়ারী জঙ্গিপুর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ড, এক্সরে দপ্তর, ব্লাড ব্যাঙ্ক, ষ্টোর, এমন কি পায়খানা বাথরুমও ঘুরে দেখেন। ফিমেল ওয়ার্ডের বারান্দায় পায়খানা পড়ে থাকতে দেখে ঐ ওয়ার্ডের সুইপারকে ভৎর্সনাও করেন। ওয়ার্ডে ঘুরে রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সুবিধা অসুবিধা, প্রেসক্রিপসন দেখে হাসপাতাল থেকে কোন কোন ওষুধ পেয়েছেন এসব জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেডিসিন রেজিষ্টারও দেখেন। ডাক্তারদের ডেকে কয়েকজন রোগীর স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কথা বলেন। কোন কোন রোগীর এক্সরে প্লেটও দেখেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রী যে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সে কথা হাসপাতালের অনেকেই জানতেন না। প্রোজেক্টের কাজকর্ম ও হাসপাতালের পুরোনো (শেষ পৃষ্ঠায়)

খাতা কলমে লাইন কেটে দিলেও বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু আছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান বিদ্যুৎ দপ্তরে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি-অনীতি চলছে বহু দিন ধরে। কিছু কর্মী পর্ষদকে দেউলিয়া করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। খবরে প্রকাশ, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল না দেয়ায় বহু গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ নোটিশ দিয়ে খাতা কলমে কেটে দিলেও এক শ্রেণীর কর্মীর মদতে ঐ সব গ্রাহকরা বিদ্যুৎ পরিষেবা ঠিকই পাচ্ছেন। কর্মী অভাবের দোহাই দিয়ে মিটার রিডিং প্রথা ধুলিয়ানে অনেকদিন বন্ধ হয়ে যাবার ফলে নিত্য নতুন বিল আসছে গ্রাহকদের। এর ফলে অনেকে অতিরিক্ত টাকা জমা দিয়ে থাকলেও মিটার দেখে সে সব টাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিচ্ছে না বিদ্যুৎ দপ্তর। তিনপাকুড়িয়ার আবদুস সাত্তারের বিদ্যুৎ সংযোগ হয় ২-১-২০০১। কানেকশন নম্বর ৪৪৫৪ ডি। (শেষ পৃষ্ঠায়)

আবার জেলা জুড়ে অধীর চৌধুরীর পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলাকে আর্সেনিক মুক্ত করা, জেলায় স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধ, সরকারী উদ্যোগে কৃষিপণ্য ন্যায্য দামে খরিদ, জমির খাজনা, সেচ কর, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি রোধ, জেলায় পুলিশ ও সিপিএমের সন্ত্রাস বন্ধ ইত্যাদি দাবীতে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সাংসদ অধীর চৌধুরী গত ২৩ জানুয়ারী জেলার এক প্রান্তে সাগরদীঘি অন্য প্রান্তে নওদা থানার পাটকেবাড়ী থেকে দুটি পদযাত্রা শুরু করেন। দুটি পদযাত্রার গন্তব্যস্থল সালার। তারই সূচনা মুহূর্তে ২২ জানুয়ারী সাগরদীঘি হাই স্কুল মাঠে কংগ্রেসের এক জনসভায় অধীর চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সিপিএমের অনেক নেতা ও কর্মী আজ বুঝতে পারছেন মানুষের প্রত্যাশা পূরণে তারা ব্যর্থ। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই মাঘ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ পরিষেবা কাহারে কহে ॥

আবহমান কাল হইতে একটি লোকশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে জনসমাজে—'আছে গরু না বহে হাল / তার দুঃখ সর্ব্বকাল'। অর্থাৎ আয়োজন থাকিলেও যাহা প্রয়োজন তাহা নির্বাহ হয় না। ইহা এক প্রকার জীবন যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা ও সমস্যার মুখোমুখি সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষ—বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—লোকসাধারণ। তাহাদের জীবনে—সে জীবন ব্যক্তিগত হউক অথবা সমাজগত হউক—নানা সমস্যা রহিয়াছে। সমস্যা -সংকটের ঘূর্ণিপাকে তাহাদের জীবন বিপর্যস্ত। অথচ সেই সংকট মুক্তির জন্য 'বিচারের আশে' কাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইবে তাহা তাহারা জানে না। জানিলেও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে এক রকম কাঁদিয়া মরে। আর তাহারা নিতান্ত অসহায়ভাবে একটুখানি সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশায় নিষ্ফল মাথা কুটিয়া মরে। এই রকমই অদৃষ্ট লিখন তাহাদের। ইহারা গণেশের মতই। প্রমথ চৌধুরী ইহাদের গণেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা সমাজের বড় অংশ। ভোটের ব্যালট বাক্সে ইহাদের মূল্য অনেক। ইহারা 'নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেই জন্য জানান দিতেও পারে না'। এর জন্য ইহারা শোষিত হয়, গালি খায়, কেহ তাহাদের গাঁট কাটে, কেহ মাথায় হাত বুলায় আর ইহারা তাহার জন্য 'অদৃষ্টের নামে নালিশ' করে। ইহাদের জন্য শিক্ষা প্রথম প্রয়োজন। তারপর তাহাদের স্বাস্থ্য। গ্রামে সব কিছুই আছে। ছোট বড় পরিকাঠামোও আছে। শুধু নাই কর্মীদের আন্তরিক পরিষেবা। নাই বলিলে ভুল হইবে—বলা যাইতে পারে দায়বদ্ধতার অভাব। সম্প্রতি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের ভিত্তিতে দেখা যাইতেছে—প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষের রোগ ব্যারামে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সেখানে ডাক্তার নার্সদের কোয়াটার আছে, কোথাও কোথাও রোগীদের বেড আছে, ঔষধ রাখার জন্য ফ্রিজও আছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়নে 'নাবার্ড' হইতে 'গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে' টাকাও আসে। কিন্তু গ্রামের হতভাগ্য মানুষ তাহার পরিষেবা পাইতেছে কতটুকু? চিকিৎসক আছেন, তাহাদের বাসের জন্য কোয়ার্টারও আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাহারা সেখানে থাকেন না। কেহ বা নিয়মিত আসেনও না। আবার কোথাও পাকাপাকি ভাবে কোন চিকিৎসক নাই। এই রকম স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি হইতেছে সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম স্বাস্থ্য-কেন্দ্র; রঘুনাথগঞ্জ-২ এর তেঘরী স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, সুতী-১ এর আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এই সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক কেহ বহরমপুর হইতে সপ্তাহে ৩ দিন আসেন, কেহ অনিয়মিতভাবে দুই এক ঘন্টার জন্য আসিয়া হাজিরা খাতায় সহি করিয়া চাকরি বাঁচান। আবার কোথায় একাধিক চিকিৎসক থাকা সত্বেও স্থানীয় জনসাধারণ ঠিক মত স্বাস্থ্য পরিষেবা হইতে বঞ্চিত, চিকিৎসকগণ পালা করিয়া সপ্তাহে দুই দিন দুই ঘন্টার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত হন। এই সব স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রাম্য অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা পাইবার একমাত্র ভরসা স্থল। রোগীরা আসেন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে—কিন্তু কোন চিকিৎসা না পাইয়া, কোন প্রকার স্বাস্থ্য পরিষেবা না পাইয়া ফিরিয়া যান। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবস্থাও নাকি বেহাল। পরিচর্চার অভাবে কোয়ার্টার জীর্ণ, রোগীর বেড শূন্য, চিকিৎসকের উপস্থিতি অনিয়মিত। এত সব থাকিতেও স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলি ধুঁকিতেছে শুধু চিকিৎসকগণের সংবেদনশীলতা, সহমর্মিতার অভাবে। গ্রামের অসহায় রোগগ্রস্থ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা না পাইয়া এক রকম দিশাহারা। তাহাদিগকে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো থাকা সত্বেও শহরের মহকুমা হাসপাতালে ছুটিয়া আসিতে হইতেছে। কিন্তু সেখানেও 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা। সরকারের সব ব্যবস্থাই আছে গ্রামের মানুষদের জন্য —শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক, চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক। নাই শুধু কর্মীদের পবিত্র পরিষেবা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা! লোক সাধারণে এই দুঃখ কষ্টকে এখনও অদৃষ্টের লিখন বলিয়া মানিয়া লইলে চলিবে কি?

চার সদস্য তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৫ জানুয়ারী মির্জাপুর চৌধুরী ডাঙ্গায় অঞ্চল কংগ্রেসের এক প্রকাশ্য জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের চার গ্রাম সদস্য কংগ্রেসে যোগ দেন। এরা হলেন—নাদির হোসেন, বাবলু সরকার, মহঃ ফাকরুজ্জামান ও মীনারাণী কৈলঠা। সে দিনের সভায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী প্রধান বক্তা ছিলেন।

২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিন

রচনা ঃ শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন নেতাজী হন নাই তখন হইতে অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন বলিয়া জনসমাজে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হন উৎকলের কটক শহরে। কটক মানে সৈন্য ও সেনানিবেশ, শক্তিমান পুরুষ ভিন্ন সৈন্য হওয়া যায় না। পঠদ্দশায় অধ্যাপক অন্যায় করিয়া সুভাষের মাতৃভূমির নামে কুভাষা প্রয়োগ করায় সুভাষচন্দ্র কুভাষা সহিতে পারেন নাই। অর্জ্জুন যেমন আবশ্যকমত অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের সংহারে বিরত হন নাই, সুভাষচন্দ্র অন্যায় ভাষা প্রয়োগকর্ত্তা শিক্ষাগুরুর অঙ্গসেবায় ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাকে তজ্জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিয়া স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিতে হইয়াছিল। পিতা কটকের সরকারী উকীল জানকীনাথ এই সোনার চাঁদ পুত্রকে আই. সি. এস. পাশ করিবার জন্য বিলাত পাঠাইতে বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বন্ধু স্বনামধন্য ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয়কে শ্রীমানের গ্যারান্টার হইতে হইয়াছিল।

সুভাষ কিন্তু বিলাতে জামিনদারকে বিপন্ন করার মত কোন সৎকর্ম্ম করেন নাই। আই. সি. এস. হয়ে বোম্বাই নেমেই শুনিলেন গান্ধীজী ইংরাজ সরকারের সঙ্গে নন-কো-অপারেশন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাবিলেন—যারা দেশজননীকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়াছেন আমি সেই শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য বাড়াতে এলাম। নিষ্ঠীবনবৎ আই. সি. এস. বিদ্যা ত্যাগ করিলেন। হ'য়েছিলেন "ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্", ইংরাজ সরকার তাঁকে আই. সি. এস. বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। "ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্" সংক্ষেপে হয় আই. সি. এস. সুভাষচন্দ্র হইলেন "ইন্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল সার্ভিস্" এটাও সংক্ষেপে আই. সি. এস. হয়। এইভাবে বহুদিন কাটাইয়া যে গান্ধীজীর আদেশে উপাধি ত্যাগ করিলেন কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি হবার পাল্লা দিতে লেগে গেলেন, গান্ধীজীর দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত পট্টভি সীতারামিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়ী হইলেন সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজী ইহাতে সমস্ত ভারতের ভোটে সুভাষচন্দ্রকে জয়ী হইতে দেখিয়া অহিংসার গুরু বলিয়াছিলেন এ পরাজয় সীতারামিয়ার নয় আমার পরাজয়।

ইংরাজ রাজ্যে মোসলেম লীগ শাসনাধীনে সুভাষ নিজ বাড়ীতে বন্দী থাকিতে থাকিতে নাজিমুদ্দিনের সতর্ক পুলিশের চক্ষে ধুলি দিয়া দীর্ঘকালে সঞ্চিত (৩য় পৃষ্ঠায়)

রাজ্যে বাংলা আবশ্যিক

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রাজ্য সরকারের যে কোন পদ ও সার্ভিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা আবশ্যিক করা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিসেস্ (কম্পালসারি রিকোয়ারম্যান্ট অব নলেজ ইন বেঙ্গলি ফর রিক্রুটমেন্ট টু এনি পোস্ট অর সার্ভিস) রুলস্ ২০০২ নামে একটি আইন চালু করে রাজ্য সরকারের যে কোন পদ ও সার্ভিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা বলতে, লিখতে ও পড়াতে পারার ক্ষমতা আবশ্যিক যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই নির্দেশ গত ১৩ নভেম্বর ,২০০২ থেকে কার্যকর করা হয়েছে বলে মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য পাওয়া যায়।

সামশেরগঞ্জ থানা দোকান কর্মচারী সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি ধুলিয়ান শহীদ নলিনী ভ্রাতৃসংঘের দোতলায় টি, ইউ, সি, সির জেলা সভাপতি ইউসুফ হোসেন ও জেলা সদস্য জাকির হোসেনের উপস্থিতিতে দোকান কর্মচারীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আনারুল হককে সম্পাদক ও মোরসালিমকে সভাপতি নির্বাচিত করে ১১ জনের একটি কমিটি তৈরী করা হয়। সম্মেলনে কর্মচারীদের দাবীর মধ্যে ছিল ১) সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি ২) সমস্ত কর্মচারীর পি, এফ চালু করা ৩) দৈনিক মজুরী হিসাবে যারা কাজ করে তাদের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা ৪) কর্মচারীদের হাজিরা খাতা চালু করা ও ৫) বছরে ৪২ দিন ছুটি।

ধুলিয়ান পৌরসভায় ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পৌরসভার কর্মচারী ইউনিয়নের যৌথ সংগ্রাম কমিটি সম্প্রতি পৌরপতির নিকট এক ডেপুটেশন দেয়। যুব কংগ্রেস সভাপতি (সামসেরগঞ্জ) মহাঃ সোহরাব আলি বলেন, পৌরপতি ধুলিয়ানের কোন উন্নতির কথা ভাবছেন না নিজের উন্নতি ছাড়া। ধুলিয়ানের রাস্তা-ঘাট দিন দিন চলার অযোগ্য হয়ে পড়ছে। ড্রেন পরিষ্কার হয় না। বি, জে, পির ষষ্টীচরণ ঘোষ বলেন, পৌরপতি পৌরসভাকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। সরকারের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে কর্মী নিয়োগ করছেন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় আজো বিশুদ্ধ পানীয় জল চালু হয়নি। অথচ মোটা অংকের টাকা নিয়ে শহরের প্রভাবশালী লোকদের জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েলগুলো কাউন্সিলাররা তাদের সুবিধার্থে বাড়ীর সামনে বসিয়েছেন। আজো অনেক ওয়ার্ডের মানুষ পুকুর অথবা নদীর জল পান করছে। যৌথ কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম কমিটি নয় দফা দাবীর একটি স্মারক পত্র পৌরপতিকে দেয়।

হিন্দুমিলন বেদী স্থাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির বালিয়া হিন্দুমিলন মন্দিরের সম্পাদক আশুতোষ দাস কালিয়াডাঙ্গা আদিবাসী গ্রামে গত ৯ জানুয়ারী বেদী উদ্বোধন ও সারাদিনব্যাপী যজ্ঞ ও পূজার আয়োজন করেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের জঙ্গিপুর হিন্দুমিলন মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী উৎপলানন্দ রহারাজ ও মালদহের পাকুয়া হিন্দুমিলন মন্দিরের সেবক সুবীর যজ্ঞে সকলকে অংশ গ্রহণ করান। গ্রামের শিক্ষক জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য এই বেদীর তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক সাঁওতালী ভাষায় আদিবাসীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতি রক্ষা করতে আহ্বান জানান। মানুষকে খিচুরী ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

মিঠিপুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের দশম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১২ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর কদমতলা ময়দানে সাংস্কৃতিক মঞ্চের দশম বর্ষ পূর্তিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান ও গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ আবু লোকরাণা মন্ডল এবং প্রধান অতিথি সুতী-১নং ব্লকের স্কুল পরিদর্শক সৌমেন ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে অম্বুজাপদ রাহা এবং অনুপমা ব্যানার্জীর আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। মঞ্চের সঞ্চালক শান্তনু সিংহ রায় জানান, 'যে সমস্ত বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করে না সেই সব ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে। প্রথম পর্যায়ে গিরিয়া হাই স্কুলকে বেছে নেওয়া হয়েছে'। এই অনুষ্ঠানে গ্রামের গরীব ছাত্র সেরাজুল ইসলামকে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে মেধাবী দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্যার্থে একটি কুপন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সংগৃহীত অর্থ দিয়ে আগামী বছরে মেধাবী দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের বই কিনে দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

প্রবীণ সভার চক্ষু অপারেশন শিবির

বহরমপুরে প্রথম বৃদ্ধাবাস (ওল্ডেজ হোম) প্রণেতা প্রবীণ সভা বিনা ব্যয়ে চোখের ছানি অপারেশনের এক কর্মসূচী নিয়েছে। আগামী ১৪ ফ্রেব্রুয়ারী বহরমপুর নিউ জেনারেল হাসপাতালে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগ্রহীদের ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য আগামী ১০ ফ্রেব্রুয়ারী বহরমপুর ধোপাঘাটিতে ডে-কেয়ার সেন্টারে এবং ১১ ফ্রেব্রুয়ারী ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবীণ সভার দপ্তরে বেলা ২ টোর সময় উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয় অথবা
সুকুমার সেন (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক), রঘুনাথগঞ্জ

২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিন (২য় পৃষ্ঠার পর)

দাড়ীচুলে আফগান সাজিয়া কোথায় অন্তর্ধান হইল কেহ জানে না। কাবুল দিয়া যদি কাবুলী যায় তাহাকে আফগানের পোস্ত ভাষায় কথা না বলিলে ছদ্মবেশী বলিয়া দন্ডিত হইতে হইবে। শিবাজী যেমন অরঙ্গজেবের বন্দী থাকাকালীন অভিনব ধূর্ততার বলে মোগল প্রহরীদের চক্ষে ধুলি দিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্র কালা-বোবা সাজিয়া "বোবার শত্রু নাই" বাক্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন। একেবারে হিটলারের কাছে গিয়া যেদিন রেডিওতে কথা বলিলেন সেদিন সকলে বুঝিল এবার কাহাকেও গ্যারান্টি না দিয়া জার্ম্মানি গেলেন। সাবমেরিনে শিঙাপুরে এসে "আজাদ হিন্দ" রাজ্য স্থাপন করিলেন। এতদিন একা যুঝিয়া হিন্দু, মোসলেম, শিখ সৈন্যের নেতাজী হইলেন। সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী হইতে বাধ্য করিলেন তাঁহারাই যাঁহারা তাঁহাকে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির পদ হইতে নামাইয়া নেতাজী পদে উন্নীত করিতে বাধ্য করিলেন। ২৩শে জানুয়ারী তাঁহার জন্মদিন উদ্‌যাপিত হইবে। আজ বাঙলার গৌরব, বঙ্গমাতার দরদী সন্তান নেতাজী কোথায়! দুঃখিনী জন্মভূমির সকল সুখ-আশা-তরু কি দ্বিদল না হইতেই অংকুরেই শুকাইবে? নেতাজী তুমি যেখানেই থাক আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর। হৃতসর্বস্ব বাঙালী আজ তোমার গর্বেই গর্বিত। নেতা অনেক হইয়াছেন, অনেক হইবেন, কিন্তু নেতাজী বলিতে যে বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে সুভাষকেই বুঝাই ইহাই আমাদের অহংকার।

[রচনাকাল ঃ ৭ মাঘ, ১৩৫৯]

এস ইউ সি আই-এর ডাকা বাংলা বন্‌ধে ট্রেন অবরোধ করতে গিয়ে ১২ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্দ্ধিত বিদ্যুৎ মূল্য, হাসপাতালে মাসুল দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদির প্রতিবাদে গত ২৭ জানুয়ারী এস ইউ সি আই সারা রাজ্যে ২৪ ঘন্টার বন্‌ধ ডাকে। জঙ্গিপুর মহকুমায় অপ্রত্যাশিতভাবে বন্‌ধ সফল হয়। মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে সি পি এম পরিচালিত পুরসভা এবং জঙ্গিপুরে কলেজ ছাড়া সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন দপ্তর, যানবাহন, দোকান-বাজার সব কিছু বন্ধ থাকে। সামসেরগঞ্জ থানার নিমতিতা ষ্টেশনে বন্‌ধকারীরা বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার অবরোধ করে রাখে। অবরোধ তুলতে গিয়ে ইটের আঘাতে কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। এই ঘটনায় ১২ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এছাড়া মহকুমার অন্যান্য থানায় বন্‌ধ নিয়ে কোন অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি।

টেণ্ডার

সাগরদীঘি এস. এন. উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠে (360 ফুট × 225 ফুট) গড়ে 1 ফুট উঁচু বেলেমাটি ফেলা এবং ড্রেসিং করার জন্য নথিভুক্ত ঠিকাদারবর্গের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যালয় অফিসে পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাতদিনের মধ্যে দরপত্র বিদ্যালয় অফিসে জমা দিতে হবে। গ্রাম + পোঃ— সাগরদীঘি, জেলা—মুর্শিদাবাদ।

তামিজুদ্দিন মল্লিক
প্রধান শিক্ষক,
২৮-১-০৩ সাগরদীঘি এস, এন, হাই স্কুল

বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু আছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

মিটার রিডিং এ তার ইউনিট ৫০৭ অথচ বিল এসেছে ১২,৮১৯·০০ টাকার। সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি মহাঃ সোহরাব আলি এই বিলটি নিয়ে এস, এস-এর সঙ্গে দেখা করলে তিনি টাকাটা জমা দিয়ে দিতে বলেন। পরবর্ত্তীতে মিটার দেখে বিল করা হবে বলে জানান। এই ধরনের বিল নিয়ে বহু গ্রাহক অশান্তি ভোগ করছেন। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিলের টাকা পরিশোধ থাকলেও লাইন কাটার নোটিশ চলে আসছে। অথচ সুস্থ বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে গ্রাহকরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

স্বাস্থ্য পরিষেবা পর্যবেক্ষণ করে গেলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিল্ডিং এর দরজা-জানালা, ঘরের ছাদ ও দেয়ালের ভগ্নদশা মন্ত্রীকে দেখানো হয়। শেষে হাসপাতালের আউটডোর বিল্ডিং-এ ডাক্তার ও ষ্টাফদের সঙ্গে হাসপাতালের সার্বিক উন্নতি, সুস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সরবরাহ নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রী আলোচনা করেন। এখানে স্থায়ী সুপার, আরো কয়েকজন স্পেশালিষ্ট ও পুরোনো বিল্ডিং-এর জরুরী সংস্কার নিয়ে ভারপ্রাপ্ত সুপারের সঙ্গে মন্ত্রীর আলোচনা হয়। মন্ত্রীর নির্দেশে বিল্ডিং সংস্কারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাঁর দপ্তরে পাঠানো হচ্ছে বলে বর্তমান সুপার তথা এ, সি, এম, ও, এইচ ডাঃ তাপস রায় জানান।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মানুষকেও ছাড়িনি—জ্যোতি বসু (১ম পৃষ্ঠার পর)

সব ধ্বংস হচ্ছে। আমাদের সংগ্রাম করে বিজেপিকে হঠাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাট হতে দেব না, এখানে গোধরার মতো ঘটনাও ঘটতে দেব না'। সমাবেশে গুটি কয়েক বক্তা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার পর সভা দ্রুত শেষ হয়ে যেতেই কৃষক সভার রাজ্য সভাপতি বিনয় কোঙার দীর্ঘ তাত্ত্বিক ভাষণ দিয়ে যান। এর আগে সিপিএমের জেলা সম্পাদক মধু বাগ, কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক সমর বাওড়া, সর্বভারতীয় সম্পাদক ভরদারাজন সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রত্যেকেই বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। মধুবাবু বলেন, কংগ্রেস এখানে রাজ্য সম্মেলন করতে দেবে না বলে আমাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। তামিলনাড়ুর ভরদারাজনের ইংরাজী ভাষণের বাংলা অনুবাদ করে দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ ও বেসরকারী-করণের কুপ্রভাব কৃষকেরা বুঝেছে। তবে কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে কৃষকরা বর্তমানের দৈন্যদশা কিভাবে কাটিয়ে উঠবেন—সে বিষয়ে কোন বক্তাই প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি না দিয়ে 'সেটা কেবল সম্মেলনেই আলোচনা হবে' বলে উল্লেখ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য একান্ত সাক্ষাতকারে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, সম্মেলনের বাজেট আমাদের দশ লক্ষ। সম্মেলনে ৪০৩ জন প্রতিনিধি, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক, কর্মী, শিল্পী সব মিলে ৫০০—৬০০ জনের দু'বেলা সাধারণ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এর জন্য গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের বাড়ীতে চাল সংগ্রহের জন্য পঞ্চাশ হাজার ব্যাগ পাঠিয়েছিলাম। সমাবেশে বাইরে থেকে লোক আনতে প্রায় ১৫০০ ট্রাক-বাসও নিতে হয়েছে।

সম্মেলন একদিন আগেই শেষ হয়ে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে রবীন্দ্রভবনে প্রতিনিধিদের সম্মেলন শুরু হয় এবং ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত চলে। আলোচ্য সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয় নি। খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ স্কুলে। ২৪ জানুয়ারী বিকেলে রবীন্দ্রভবনের বাইরে বসে পুরপ্রধানের উপস্থিতিতে রঘুনাথগঞ্জে পানীয় জল সংকট, বিদ্যালয় সমস্যা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সিপিএম রাজ্য নেতা বিনয় কোঙার খোলাখুলি আলোচনা করেন রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রবীণ নাগরিক হরিলাল দাসের চিঠির প্রেক্ষিতে। তুষার দে দু'পারে বিভক্ত পুর এলাকার জল সমস্যাটা বিনয়বাবুকে বুঝিয়ে বলেন। এ ব্যাপারে পুর প্রধান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানান, রঘুনাথগঞ্জে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করে পরিশ্রুত সারফেস ওয়াটার দেবার চেষ্টা হচ্ছে। তবে রঘুনাথগঞ্জে যে জল এখন দেয়া হচ্ছে সেটা ভাল বলে অভিমত প্রকাশ করেন তিনি। বিদ্যালয় প্রসঙ্গে স্থানাভাব ও অর্থাভাবের কথা জানান মৃগাঙ্ক। প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে কোনও সমারোহ বা অপচয় হচ্ছে না জানিয়ে শ্রীদাসের চিঠির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন মৃগাঙ্ক। সম্মেলন চলাকালীন প্রত্যেকদিন জঙ্গিপুর পারের সম্মতিনগরে ঝাঁকসু মঞ্চে ও রঘুনাথগঞ্জে দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চে সান্ধ্য অনুষ্ঠানগুলিতে তেমন ভিড় হয় নি। শ্রোতাদর্শকদের বসবার অসুবিধা ও অত্যধিক ঠান্ডা এর কারণ হতে পারে।

অধীর চৌধুরীর পদযাত্রা (১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছেন। তাই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে তারা দল ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন। ঐ অনুষ্ঠানে প্রদেশ কমিটির সদস্য সুব্রত সাহা, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মৃন্ময় রায়, ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক, মান্নান হোসেন, আলি হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিপিএমের বর্তমান জেলা পরিষদ সদস্য বিতর্কিত নিত্যসন্তোষ চৌধুরী ওরফে টেলা মাষ্টার তার কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন।